দর্শনায় কঠোর ভূমিকায় প্রশাসন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রোট মো: মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী-পুলিশ সম্বনয়ে করোনা ভাইরাস প্রদুরভাব প্রতিরোধে দিনভর গণ সচেতনতায় সাধারণ লোক সমাগম না করা নিরাপদ দুরুত্ব বজাই রাখা, দোকান পাট বন্ধ সহ বিনা কারণে জনসাধারণ কে রাস্তায় না আসার কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন প্রশাসন।

এ সময় সেনা বাহিনী জনসমাগম পরিহার করুন নিজে বাঁচুন আন্যকে বাচতে সহায়তা করুন বলে মাইকিং করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত করোনা ভাইরাস প্রদুরভাব রোধে সেনাবাহিনী-পুলিশ নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার মহা দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের রাস্তায় লক ডাউন না মানাই রা অনেক মোটরসাইকেল গাড়ির কাগজ পত্র ঠিক না থাকায় ও বিনা কারনে রাস্তায় আসার অপরাধে অর্থ দন্ড করেছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন হাট বাজারে সাধারণ মানুষের জমায়েত না হওয়া মার্কেট বন্ধ রাখা সহ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চায়ের দোকানে গুলোতে লোক সমাগম বিরত থেকে নিজ নিজ বাড়ী অবস্থান করার কথা জানানো হয়।

লক ডাউন মেনে প্রশাসন কে সহোযোগিতা সহ ওষুধের দোকানে নিরাপদ দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বলা হয়।

আলমডাঙ্গায় নরসুন্দরদের মাঝে মানবিক সহযোগিতা প্রদান

আলমডাঙ্গা শহরে ছেলুনে কর্মরত নরসুন্দরদের মাঝে মানবিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।
গতকাল মঙ্গলবার তিনি এ মানবিক সহযোগিতা লিস্ট ধরে ধরে সকল নরসুন্দরের বাড়িতে পৌঁছে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন

আহমেদ ডন, কাউন্সিলর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইমানুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সোহেল রানা ও প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু প্রমুখ।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত, আহত ৩

ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুমাইয়া (১২) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী পরিবারের ৩ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে মাগুরা থেকে মোটরসাইকেল যোগে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা সুরাট ইউনিয়নের রতনহাট গ্রামের সেলিম রেজা তার পরিবার নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে আসছিলেন।

পথিমধ্যে ঝিনাইদহ থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে সাজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেল চালক সেলিম রেজা, তার স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে সুমাইয়া রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। এসময় স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার সুমাইয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চালক সেলিম রেজার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের বহনে প্রস্তুত বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসরন করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ‘In Aid to Civil Power’ এর আওতায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জরুরী বিমান পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভাকোয়েশন (MEDEVAC) সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি এর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর একটি এডব্লিউ-১৩৯ মডেলের হেলিকপ্টারের অর্গানিক স্ট্রেচারকে বিশেষভাবে রুপান্তর করে করোনা রোগীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্ট্রেচারটিতে একটি কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যা প্লাষ্টিক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকবে। এই আচ্ছাদনের ভিতরে অক্সিজেন মাস্ক এর মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা থাকবে। এই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাটি এমনভাবে সম্পাদন করা হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে এবং একই সাথে স্থানান্তর কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ হতে সুরক্ষিত থাকে। এই নীতির অনুসরনে বিমান বাহিনী একটি অনুশীলন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সূত্র- বিমান বাহিনী ফেসবুক পেজ

এরই ধারাবাহিকতায়, বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানগুলোতে এধরনের সুবিধা সংযোজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সড়কপথে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবহনের জন্যও এরূপ বিশেষায়িত স্ট্রেচার (Cubicle Stretcher) ব্যবহার করা যেতে পারে। উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার চেতনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত।

আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও স্ত্রীর করোনা নেগেটিভ!

করোনাভাইরাস পজেটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরেও তার স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেছেন তিনি।

এরপরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে গত রোববার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। এটা মিরাকল বলা চলে। কারণ ওই নারী এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর পাশে থেকে সেবা করেছেন।

আর হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়ে জামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজেটিভ হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনার সংক্রমণ শুরু হলে গত ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে

নামিয়ে দেয়া হয়। সূত্র- জাগো নিউজ ২৪. কম

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় একটি রিকশাভ্যানে তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বগুড়ায় তিনিই একমাত্র করোনা পজেটিভ রোগী। ওই রোগীর শরীরে করোনা পজেটিভ আসার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে সংস্পর্শে আসা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধানসহ ৫ চিকিৎসক ও ৮ নার্স এবং অন্যান্য মিলে মোট ১৬ জনকে গত শুক্রবার থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে ওই রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে সংস্পর্শে আসা স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বগুড়া পর্যন্ত বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সেই ট্রাকের এখনও কোনো হদিস মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন ট্রাকের সন্ধান করার পাশাপাশি ওই ভ্যানচালককেও খুঁজছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির বলেন, হাসপাতালের সিসিটিভি দেখে ভ্যানচালককে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার হদিস মিলছে না। আবার যে ট্রাকে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে এসেছেন, তাকেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

আইজিপি হচ্ছেন বেনজীর আহমেদ,

র্যাবের ডিজি আব্দুল্লাহ আল মামুন

র্যাবের মহাপরিচালক ড. বেনজীর আহমেদ পুলিশের নতুন আইজি ও সিআইডি’র প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে র্যাবের মহাপরিচালক নিযুক্ত করতে যাচ্ছে সরকার। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ অনুমোদন দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশের আইজির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নতুন আইজি নিয়োগের জন্য দ্রুত সারসংক্ষেপ পাঠাতে মন্ত্রী ও সচিবকে নির্দেশনা দেন। এরপর গত সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব মু. মোহসিন চৌধুরী, যুগ্মসচিব (পুলিশ-১) ড. মো. হারুন অর রশিদ বিশ্বাস, উপসচিব (পুলিশ-১) ধনঞ্জয় কুমার দাসকে নিয়ে এক বৈঠকে সারসংক্ষেপ তৈরি করেন।

মঙ্গলবার দুপুরের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব (পুলিশ-১) ধনঞ্জয় কুমার দাস গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের কাছে সারসংক্ষেপ পৌঁছে দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সারসংক্ষেপ অনুমোদন করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ এপ্রিল বর্তমান আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার স্থলে র্যাবের মহাপরিচালক ড. বেনজীর আহমেদকে পুলিশের ৩০তম আইজি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বর্তমান আইজিপি ড. জাবেদ পাটোয়ারীকে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।

মেহেরপুরে মেসডা’র উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন মেসডা’র এর উদ্যোগে সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের সকল রাস্তা,দোকান, মসজিদ জীবানুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

সেই সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানগুলোতে রং দিয়ে গোলক চিহ্ন করে দেয়।

মঙ্গলাবার দিনব্যাপী মেসডার’র সদস্যরা এই কাজ গুলো করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেসডার সদস্য জীম হোসেন, রমিজুল ইসলাম, রুহান আলী।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রেস রিলিজ

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে প্রেস রিলিজ দিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধায় বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন সাক্ষরীত একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

প্রেস রিলিজে আমিনুল ইসলাম খোকন বলেন, আপনারা জানেন বিশ্বাব্যাপী আতঙ্কের নাম কোভিড-১৯ যা করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। আজ প্রতিটি মানুষ মৃত্যু যন্ত্রনা নিয়ে সময় পার করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে ৩১ টি নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরাও মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতি গত ২৫ মার্চ তারিখ থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছি যা এখনো চলমান।

এজন্য আমি সকল ব্যবসায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি লক্ষ্য করছি লক ডাউন থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র লোক সমাগম হচ্ছে যা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে।

সেই প্রেক্ষিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সেই সাথে করোনা মোকাবেলায় করনীয় দিকগুলো পালন করার জন্য মুদি ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা নির্দিষ্ট দুরুত্ব বজায় রেখে দ্রবাদি ক্রয় করার জন্য অনুরোধ করছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে সেনা অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, চাঁদবিল, কোলার মোড় সহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ সময় আমঝুপিতে মাস্ক ব্যবহার না করায় এবং অযথা ঘোরাঘুরির কারণে কয়েক জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া সেনানিবাসে ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফকরউদ্দিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, ক্যাপ্টেন আরমান প্রমুখ।

মেহেরপুরে মতিয়ার রহমান এর উদ্যোগে মটর শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান এর নিজস্ব উদ্যোগে ৩০০ মটর শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধায় মেহেরপুর পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন তার নিজস্ব অফিসে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, করোনা বিপর্যয়ে আমাদের কোন শ্রমিক না খেয়ে থাকবে না। ইতি মধ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ৫শ শ্রমিক খাদ্য সামগ্রী পেয়েছে। যে সব শ্রমিক এখনো বাকি আছে তাদেরও সহায়তায় করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ সোহেল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বকুল, শ্রমিকলীগ নেতা আহসান হাবিব জিলা, সাবেক সভাপতি শ্রি অনন্ত কুমার সাহা, সহ সাধারণ সম্পাদক এরশাদ আলী।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শ্রমিক নেতা মোমিন খান ও জাহিদ।

মেপ্র/এমএফআর